

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

145212 - যবে ময়েরে সাথে তার বয় ফরনেডরে ই-মহেলে সম্পর্ক আছে

প্রশ্ন

আমার সাথে এক ছলেই ই-মহেলে সম্পর্ক আছে। আমি এ সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণরূপে কর্তন করতে চাই; কিন্তু পারছি না। কিছু সময়ের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন রাখি; আবার ফিরে আসি। আমি চাই যে, আপনারা আমার দ্বীনদারি ও আমার নিজের ওপর এ সম্পর্কের অপকারিতা ও ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরবেন। আপনারা এমন কিছু বলবেন না যে, এ সম্পর্ক অচিরেই...। নিজের ব্যাপারে আমার কনফিডেন্স আছে। আমি তার সাথে ফোনে কথা বলব না এবং তার সাথে সাক্ষাৎও করব না। কিন্তু, আমি নিজের ওপর কভাবে নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি? আমি চাই যে, আপনারা এমন কিছু কারণ উল্লেখ করবেন যাত, আমি এটাকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে কনভিন্স হতে পারি। আমি চাই, বিস্তারিত জবাব দিবেন এবং জবাবের মধ্যে কভাবে এ সম্পর্ককে বাদ দিতে পারি সটোর পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করবেন। সম্প্রতি আমি জেনেছি যে, সে বিবাহিত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তুমি চূড়ান্তভাবে এ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছ জনে আমরা খুশি হয়েছি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন, তোমাকে সে তাওফিক দেন। এ ধরণের সম্পর্ক যে, হারাম এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিধা নাই। এর জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে, এ ধরণের সম্পর্ককারী অনুভব করে যে, সে ভুল কাজ করছে এবং মানুষের কাছ থেকে এটাকে লুকিয়ে রাখে, মানুষের সামনে এটাকে প্রকাশ করতে পারে না। এ ধরণের কাজ হারাম হওয়ার দলিল হিসেবে এটাই যথেষ্ট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাে বলছেন: "পাপ হল যা তোমার অন্তরে খটকা তরী করে এবং মানুষ সটো জনে যাওয়াকে তুমি অপছন্দ কর।" [সহহি মুসলিম (২৫৫৩)]

এ হারাম সম্পর্কের অনেকে অপকারিতা রয়েছে; যমেন—

- নছিক হারাম কাজ করাটাই এক মহা বিপ্লয়; যা ব্যক্তরি অন্তরে ওপর প্রভাব ফলে। ফলে ধীরে ধীরে অন্তর কালো হয়ে যায়। এভাবে সকল গুনাহই অন্তরে ওপর প্রভাব ফলে।
- এ যদি এ ধরণের পাপময় সম্পর্কগুলোর সংবাদ ফাঁস হয়ে যায় তাহলে ময়েদেরে এমন দুর্নাম হয় যে এতে তার ভাল

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

গুণগুলোও ঢাকা পড়ে যায়। মানুষের কাছে তখন শুধু এ দুর্নামগুলোই আলোচিত হয়। তুমি জান যে, যদিকোন ময়েরে ব্যাপারে এমন ছড়িয়ে পড়ে সে ময়েরে সাথে মানুষের ব্যবহার কমেই হয় এবং ময়েটেকি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- হতে পারে এ সম্পর্ক এর চয়ে জঘন্য থেকে জঘন্যতর গুনাহর দিকে নিয়ে যাবে। তখন অনুতপ্ত হয়েও কোন লাভ হবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো: প্রত্যেকে ভিক্টিমিই নিজের সম্পর্কে এমনটি বলে যে, আমি নিজের প্রতি ও আমার ব্যয় ফরেন্ডের ব্যাপারে আস্থাশীল। আমরা অন্য ময়ে ও ছলেদের মতো নই...। এমন অনেকে ঘটনা বলে শেষে করা যাবে না। দুঃখজনক হল: এসব ঘটনা থেকে খুব কম সংখ্যক মানুষই শিক্ষা গ্রহণ করে। আমাদের ওয়েবসাইটে এ ধরনের দশ দশ প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু, সবকিছু খোয়ানোর পর।

সময় থাকতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কেননা আমরা মনে করছি, তোমাকে ধ্বংসের দিকে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না। হতে পারে, অন্যরো তোমার চয়ে দ্রুতবেগে চরিত্রহীনতার অতলে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু, আমরা নিজের ময়ে ও বোনের ব্যাপারে যে ভয় করতাম তোমার ব্যাপারেও সে ভয় করছি।

এ হারাম সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য কোন ক্রমধারা অবলম্বনের প্রয়োজন নই। এ ধরনের চিন্তা হতে পারে শয়তানের ধোকা। বরং মুমনি নর-নারী যখনই জানবে এটি হারাম তখনই তার সামনে এটি ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিলে কোন মুমনি পুরুষ কিংবা মুমনি নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।" [সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৩৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "মুমনিদের উক্তি তো এই—যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম'। আর তাই সফলকাম।" [সূরা নূর, আয়াত: ৫১, ৫২]

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমাকে তওবা করার তাওফিক দেন এবং তোমার তওবা কবুল করেন।

তুমি উল্লেখ করছে যে, এ ছলেটো বিবাহিত। এর মানে তুমি এ সম্পর্কের মাধ্যমে তোমার বোন (তার স্ত্রী) এর প্রতি অন্যায় করছ। কারণ কোন সন্দেহে নই যে, সে তোমাকে কিছু সময় দিচ্ছে, তোমার প্রতি সুন্দর কথা নব্বিদেশ করছে, কিছু প্রমে পশে করছে। কোন সন্দেহে নই তার স্ত্রী ও সন্তানরো তার থেকে এগুলো পাওয়ার অধিক হকদার। তুমি তাদের সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছ।

এমনও হতে পারে যে, তুমি তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ক নষ্টের কারণ হচ্ছে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তুমি এভাবে একটু ভবে দেখে তো, এ লোকটি যদি তোমার স্বামী হত তুমি কি সন্তুষ্ট হতে যে, সে কোন এক ময়ের সাথে এমন একটা সম্পর্ক করবে?

যদি তুমি তোমার নিজের জন্য এতে সন্তুষ্ট হতে না পার; তাহলে তোমার বনের ক্ষেত্রে কভাবে সন্তুষ্ট হচ্ছ?

তোমার উচিত অবলম্বনে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা। ভাল ও কল্যাণকর কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। খুব সম্ভব এ সম্পর্ককে কারণে তুমি নাকে আমলে কথিবা কছি নাকে আমলে স্বাদ পাচ্ছ না।

তোমার উচিত—নামায আদায় করা; আল্লাহর কাছে মুনাযাত করে, তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর কতিব তলোওয়াত করে স্বাদ অনুভব করা এবং তোমার তওবা কবুল করা ও তোমাকে ক্ষমা করার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা।

আরও বেশি জানতে [84089](#) নং ও [84102](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।